5 APR 2003

দৈনিক জনকণ্ঠ

উপসচিবদেরও বসিয়ে দেয়া হচ্ছে অধ্যাপক পদে ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শীর্ষ আমলার কীর্তি

শিক্ষক সমাজ ক্ষুব্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ আমলার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে সরকারী কলেজসমূহের শিক্ষক সমাজ।। ওই আমলার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বত্র কৌশলে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বসিয়ে দিচ্ছেন। এতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্র। এমনকি এসব পদায়নের ক্ষেত্রে উপসচিবদের এনে অধ্যাপকের পদেও বসিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ তাঁরা। এ পরিস্থিতিতে বিসিএস [illegible]

আন্দোলনে নামছেন শিক্ষকরা। সঙ্গে থাকছেন পলিটেকনিক এবং মাদ্রাসার শিক্ষকরাও এমনকি শিক্ষা প্রশাসনের ননক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপসচিবদের মধ্যে যাঁরা এতদিন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি ছিলেন তাঁদের মধ্যে ৪১ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ৩১ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে শিক্ষা প্রকল্পসমূহে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের এক দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেসব পদে ১২ উপসচিবকে পোস্টিং দেয়া হয়। বাকি উপসচিবদেরও পোস্টিং দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, অধিদফতর ও পরিদফতরের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে। মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে, শিক্ষা প্রশাসনের সর্বস্তরে নিজের আধিপত্য নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ আমলা ব্যক্তিটি প্রভাব খাটিয়ে এসব উপসচিবকে এ মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এখন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই দেয়া হচ্ছে পোস্টিং।

স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা। ১ এপ্রিল বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টির প্রতিবাদ জানান। তাঁদের প্রতিবাদের মুখে ওই ১২ কর্মকর্তার পদায়ন বাতিলের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। কিন্তু পরবর্তী দু'দিনে তা না করায় তাঁরা নিদারুণ হতাশ। ক্ষুব্ধ এক প্রবীণ শিক্ষক প্রতিবেদককে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও অধিদফতর, পরিদফতরসমূহের নির্বাহী পদসমূহে ঐতিহাসিকভাবেই শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে এসব পদে তাঁরা কার্যকর ভূমিকা রাখতেও সক্ষম হন। কিন্তু এখন যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য প্রচণ্ড রকমের হতাশাব্যঞ্জক। ফলে এই ক্যাডারের প্রতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে। আর সরাসরি বিরূপ প্রভাব পড়বে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে। এক পর্যায়ে মেধাবী শিক্ষকের অভাবে ধীরে ধীরে অনেক নিচে নেমে যাবে শিক্ষার মানও। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকারের এখনই সচেতন হওয়া উচিত। কোন বিশেষ ক্যাডারকে খুশি করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়াটা হবে চরম আত্মঘাতী।

এদিকে, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল পদ থেকে শিক্ষা ক্যাডার [illegible] কর্মকর্তাদের অপসারণের দাবিতে ৪ এপ্রিল শুক্রবার সকালে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ কফিলউদ্দিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার, নাসরিন বেগম, মাসুমে রব্বানী খান, এসএম শফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ লুৎফুন নাহার নিজাম, অধ্যাপক আব্দুল লতিফ, নূর উল আলম, জাহানারা বেগম, সৈয়দ আনোয়ারুল ইসলাম, পলিটেকনিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে শিক্ষামন্ত্রীর দেয়া আশ্বাস বাস্তবায়নের পরিবর্তে ওইদিনই (১ এপ্রিল) আরও ১৫ উপসচিবকে শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে পদায়ন করা হয়েছে। বিসিএস শিক্ষা সমিতির দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়াসমূহ বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টা শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত পদসমূহে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়নের মাধ্যমে মূলত শিক্ষার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাঁরা বলেন, এর ফলে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে চাইবে না। তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শিক্ষা প্রশাসনে এখন চলছে এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, ১০ এপ্রিলের মধ্যে শিক্ষা প্রশাসন থেকে উপসচিবদের পদায়ন বাতিল করা না হলে ১১ এপ্রিল শুক্রবার সকাল ১০টায় ৩৩ তোপখানা রোডস্থ শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউটে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হবে।